

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
যোগাযোগ মন্ত্রণালয়  
যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের ৮৯তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী।

- সভাপতি : মেজর জেনারেল এম এ মতিন, বিপি, পিএসসি (অবঃ), উপদেষ্টা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় ও চেয়ারম্যান, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ।  
তারিখ : ১২/০৮/২০০৭।  
সময় : সকাল ১০:০০ টা।  
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ।

উপস্থিত সদস্য ও কর্মকর্তাগণের তালিকা : পরিশিষ্ট-'ক'।

সভাপতি, মেজর জেনারেল এম এ মতিন, বিপি, পিএসসি (অবঃ) উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তাঁর (সভাপতির) সদয় সম্মতিক্রমে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের নির্বাহী পরিচালক এবং বোর্ডের সদস্য-সচিব জনাব খান এম ইব্রাহীম হোসেন সভার আলোচ্যসূচি ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেন। শুরুতে তিনি ৮৮তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণীর উপর আলোকপাত করেন এবং তা সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ হয়েছে কিনা সে বিষয়ে সদস্যবৃন্দের মতামত জানতে চান। উক্ত কার্যবিবরণীর উপর সদস্য-সচিব ব্যক্তিরেকে অন্য কোন সদস্যের মতব্য উৎপাদিত হয়নি। যবসেকের নির্বাহী পরিচালক (সদস্য-সচিব) কার্যবিবরণীর আলোচ্যসূচি-৫ এর উপর আলোকপাত করে বলেন যে, গত সভার আলোচনা অনুযায়ী আলোচ্যসূচির সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ হয়নি। তিনি পূর্ববর্তী বোর্ড সভায় আলোচনা এবং সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে আলোচ্যসূচি-৫ এর সিদ্ধান্ত সঠিকভাবে লিপিবদ্ধ করার বিষয়ে সদস্যবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে বর্ণিত আলোচ্যসূচির সিদ্ধান্ত নিম্নরূপভাবে সংশোধনের বিষয়ে সভায় ঐক্যমত হয় :

**সংশোধিত সিদ্ধান্ত :**

“যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষে নিয়োজিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসরভাতা ও অবসরজনিত সুবিধাদি চালু করার বিষয়টি বোর্ড কর্তৃক নীতিগতভাবে অনুমোদন করা হ’ল। যবসেক সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগে এতদসংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।”

উল্লিখিত সংশোধনীসহ ৮৮তম বোর্ড সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে নিশ্চিত করা হয়।

অতঃপর যবসেকের নির্বাহী পরিচালক অত্র কর্তৃপক্ষের সার্বিক কর্মকান্ডের উপর সংক্ষিপ্ত বিবরণী পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন।

**আলোচ্যসূচি-২ : ৮৮তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ।**

নির্বাহী পরিচালক গত ৩/৫/২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত সেতু কর্তৃপক্ষের ৮৮তম বোর্ড সভার সিদ্ধান্তসমূহের অগ্রগতি সম্পর্কে সভাকে অবহিত করেন। আলোচ্যসূচি-২ এর অগ্রগতি সম্পর্কে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের সচিব ৯৮ কম্পেজিট ব্রিগেডের যানবাহনসমূহ বিনা টোলে যমুনা সেতু পারাপারের বিষয়ে সভায় জানান যে, ইতোমধ্যে এ বিষয়ে একটি সার-সংক্ষেপ মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার নিকট উপস্থাপন করার প্রেক্ষিতে কিছু বিষয়ে জিজ্ঞাসার উপর বর্তমানে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। আলোচ্যসূচি-৪ এর সিদ্ধান্ত কলামে লিখিত “প্রশাসনিক” সংশোধিত হয়ে “প্রশাসনিক” শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে।

**আলোচ্যসূচি-৩ :** যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন  
শীর্ষক প্রকল্প (সংশোধিত) বাস্তবায়নে অনিয়ম প্রসঙ্গে।

উল্লিখিত বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন প্রকল্পের (সংশোধিত) উপর প্রি-একনেক সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নের অনিয়ম তদন্তের জন্য একটি তদন্ত কমিটি গঠন এবং আইএমইডির প্রকল্প পরিদর্শন প্রতিবেদনে প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম তদন্ত এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সভায় প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়মের জন্য দায়দায়িত্ব নির্ধারণের লক্ষ্যে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, আইএমইডি ও পরিকল্পনা কমিশনের কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটি তদন্ত প্রতিবেদনে পুনর্বাসন পিপি-তে যে সকল আইটেমের বিপরীতে প্রকৃত ব্যয় অনুমোদিত বরাদের তুলনায় বেশী হয়েছে সেগুলো আর্থিক অনিয়ম ও শৃঙ্খলা পরিপন্থি বলে উল্লেখ করেছে। তদন্ত কমিটি প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে বিভিন্ন মেয়াদে নিয়োজিত জনাব মোঃ শহীদ আলম (সচিব, বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়), জনাব বেনু গোপাল দে (প্রাক্তন যুগ্ম সচিব) এবং জনাব বিকাশ চৌধুরী (প্রাক্তন উপ-সচিব) পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে আর্থিক অনিয়মের কারণে উক্ত কর্মকর্তাগণকে দায়ী সাব্যস্ত করেছে। এ বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকবৃন্দের মতামত গ্রহণ করা হয়, যা কার্যপত্রে লিপিবদ্ধ আছে।

৩.২। এ বিষয়ে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, প্রাপ্ত মতামতসমূহ যবসেকের ৮৪তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হলে সরকারী আইন অনুযায়ী এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরবর্তীতে যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা মোতাবেক বিষয়টি ৮৭তম ও ৮৮তম বোর্ড সভায় উপস্থাপন করা হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রাক্তন ৩জন প্রকল্প পরিচালক এবং যবসেক এর মন্তব্যসমূহ Matrix আকারে প্রণয়ন করা হয়েছে, যা নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন।

৩.৩। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিগণ উল্লেখ করেন যে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন একটি জটিল কাজ, যা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহের নীতিমালা অনুযায়ী যমুনা সেতু প্রকল্পেই প্রথম বাস্তবায়ন করা হয়। তাছাড়া পুনর্বাসন কার্যক্রম যথাসময়ে বাস্তবায়নের বিষয়েও উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহ (WB, ADB ও OECF/JBIC) যথেষ্ট চাপ সৃষ্টি করেছিল। বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে বর্ণিত পুনর্বাসন কার্যক্রম সম্পূর্ণরূপে নতুন হওয়ায় তা বাস্তবায়নে কিছু ভুল ক্রটি/অনিয়ম হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয় বলে সদস্যবৃন্দ মত প্রকাশ করেন। পুনর্বাসন কার্যক্রমে নিয়োজিত ৩জন প্রকল্প পরিচালকের মধ্যে বর্তমানে একজন সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তা (জনাব মোঃ শহীদ আলম) হওয়ায় সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তা দ্বারা পুনরায় বিষয়টি তদন্ত হওয়া বাস্তবনীয় বলে সভায় একমত পোষণ করা হয়। তাছাড়া ইতোপূর্বে Mid/Jounior পর্যায়ের কর্মকর্তা দ্বারা প্রণীত তদন্ত প্রতিবেদনটি পূর্ণসং হয়নি বলেও অনেক সদস্য মত ব্যক্ত করেন। আলোচনাতে এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

**সিদ্ধান্ত :**

যমুনা বহুমুখী সেতু নির্মাণে ভূমি অধিগ্রহণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিদের পুনর্বাসন প্রকল্প বাস্তবায়নে অনিয়ম সংক্রান্ত বিষয়টি পুনরায় তদন্ত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগের সচিব-কে আহবায়ক, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব-কে সদস্য এবং যবসেক এর পরিচালক (পিএন্ডএম)-কে সদস্য সচিব করে ৩ সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। যবসেক উক্ত তদন্ত কমিটির খসড়া কর্মপরিধি (ToR) প্রণয়ন করে বোর্ডের সদস্যগণের মতামতের ভিত্তিতে তা চূড়ান্ত করত: প্রস্তাবিত তদন্ত কমিটির মাধ্যমে বোর্ডের জন্য একটি পূর্ণসং তদন্ত রিপোর্ট তৈরী করবে।

**আলোচ্যসূচি-৪ :** যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট নীতিমালা, ২০০৭ অনুমোদন ও আয়ের উৎস হিসেবে ৫.০০ (পাঁচ) কোটি টাকা অনুদান মণ্ডুর প্রসঙ্গে।

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারী কল্যাণ ট্রাস্ট নীতিমালা, ২০০৭ উপস্থাপন করে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ একটি স্বায়ত্ত্বাস্তিত সংস্থা। এ সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের বিভিন্ন বিপদ-আপদে আর্থিক সাহায্য করার জন্য কল্যাণ তহিবল (ট্রাস্ট) গঠন করা প্রয়োজন। এ প্রেক্ষিতে অন্যান্য

সংস্থা যথা : বিআরডিবি, বাংলাদেশ পুলিশ এবং বিআরটিসি'র কল্যান তহবিল বিধিমালার আলোকে যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য “যবসেক কর্মচারী কল্যাণ তহবিল (ট্রাস্ট) নীতিমালা, ২০০৭” শীর্ষক একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে, যা অনুমোদনের জন্য নির্বাহী পরিচালক সভায় উপস্থাপন করেন।

৪.২। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ খসড়া নীতিমালার উপর নিম্নরূপ সংশোধনী আনয়নের প্রস্তাব করেন :

- অনুচ্ছেদ-৫(খ) : প্রকল্পে/প্রেষণে নিয়োজিত কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের বিষয়টি বাদ দেয়া যেতে পারে। অনুচ্ছেদ-৫(খ) অনুচ্ছেদ-৪(খ) এর অনুরূপ হতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-৫(খ) এর সাথে অনুচ্ছেদ-৫(গ) যুক্ত করা এবং সদস্য পদ লাভের বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-৫(চ) : বাংলাদেশ সরকারের পেনশন সংক্রান্ত বিধিমালার আলোকে পরিবারের সংজ্ঞা সংশোধন করা যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-৫(ঙ) : ‘নির্বাহী পরিষদ’ এর পরিবর্তে ‘বোর্ড অব ট্রাস্ট’ উল্লেখ করা যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-৬(ক), ৬(জ), ৬(ঝ), ৬(ট) : শুধুমাত্র অর্থের পরিমাণের পরিবর্তে “অর্থের পরিমাণ/বোর্ড অব ট্রাস্ট কর্তৃক নির্ধারিত” উল্লেখ করা যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-৬(ঠ) : উল্লিখিত “সদস্য” শব্দটি বাদ দেয়া যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-৭ : বেসরকারী খাতে বিনিয়োগের বিষয়ে উল্লিখিত “শিল্প, রিয়েল এস্টেট, কৃষি খামার, মৎস্য চাষ, পেট্রোল পাম্প ও সার্ভিস সেন্টার ইত্যাদি লাভজনক প্রকল্পে ট্রাস্ট অর্থ বিনিয়োগ করবে” এর পরিবর্তে “সরকার অনুমোদিত যে কোন লাভজনক খাতে ট্রাস্ট অর্থ বিনিয়োগ করবে” উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া বর্তমানে প্রতিরক্ষা সংঘর্ষপত্র চালু না থাকলে তা বাদ দেয়া যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-৮(ঘ), ৮(চ) : বাদ দেয়া যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-৮(জ), ৮(ঝ) : “কমিটির নিকট গ্রহণযোগ্যতা সাপেক্ষে” এর পরিবর্তে “বোর্ড অব ট্রাস্ট এর নিকট গ্রহণযোগ্যতা সাপেক্ষে” উল্লেখ করা যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-৮(ঝ) : সংশোধন করা যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-৯(ঙ) : গঠনতন্ত্রের আলোকে সংশোধন করা যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-১০ : সোসাইটিজ রেজিস্ট্রেশন আইনের নথৰ উল্লেখ করা যেতে পারে। তাছাড়া “নির্বাহী পরিষদ গঠন করা হলো” এর পরিবর্তে “বোর্ড অব ট্রাস্ট গঠিত হবে” উল্লেখ করা যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-১২ : উল্লিখিত “তবে এক্ষেত্রে সময়ে সময়ে সরকার কর্তৃক জারীকৃত সর্বশেষ আদেশ কার্যকর হবে” বাদ দেয়া যেতে পারে। তবে নীতিমালায় একটি saving clause যুক্ত করা যেতে পারে।

#### গঠনতন্ত্র :

- অনুচ্ছেদ-২ : ‘নির্বাহী পরিষদ’ এর পরিবর্তে “বোর্ড অব ট্রাস্ট” উল্লেখ করা যেতে পারে এবং সরকারী বিভিন্ন সংস্থার কল্যাণ ট্রাস্ট অনুসরণ করে বোর্ড অব ট্রাস্টের গঠন সংশোধন করা যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-৩ বাদ দেয়া যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ ৫(খ) বাদ দেয়া যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-৬ : অনুচ্ছেদ-২ সংশোধনপূর্বক তার ভিত্তিতে অনুচ্ছেদ-৬(ক)সহ অনুচ্ছেদ-৬ এর অন্যান্য উপ-অনুচ্ছেদসমূহ সংশোধন করা যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-১৮ : ‘দুই-ত্ব্যাংশ’ এর পরিবর্তে “বোর্ড কর্তৃক মতামতের ভিত্তিতে” উল্লেখ করা যেতে পারে।
- অনুচ্ছেদ-১৯ : উল্লিখিত ট্রাস্টের কর্মকর্তাদের দায়-দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনকালে অজ্ঞাতসারে কোন ভুল ত্রুটির ফলে ক্ষয়-ক্ষতির জন্য বোর্ড অব ট্রাস্টকে দায়ী করা যাবে না” বাদ দেয়া যেতে পারে।
- নীতিমালায় অন্যান্য অংশে উল্লিখিত “পরিষদ/নির্বাহী পরিষদ” এর পরিবর্তে “বোর্ড অব ট্রাস্ট” উল্লেখ করা যেতে পারে।

### সিদ্ধান্ত :

বর্ণিত অবস্থায়, যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রণীত “যবসেক কর্মচারী কল্যাণ তহবিল (ট্রাস্ট) নীতিমালা, ২০০৭” নীতিগতভাবে অনুমোদিত হয়। তবে নীতিমালাটি অনুচ্ছেদ-৪.২ এ বর্ণিত মতামত ও সরকারী বিভিন্ন সংস্থার নীতিমালার ভিত্তিতে পুনরায় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করত: চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পরবর্তী বোর্ড সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

### আলোচ্যসূচী নং -৫ : যমুনা রিসোর্ট লিঃ-এর সংগে স্বাক্ষরিত চুক্তির বাস্তবায়ন অগ্রগতি অবহিতকরণ :

যমুনা রিসোর্ট লিঃ (জেআরএল) এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে নির্বাহী পরিচালক সভায় জানান যে, যমুনা সেতু চালু হওয়ার পর অব্যবহৃত জমিতে আন্তর্জাতিক মানের একটি পর্যটন কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে গত ২১/১১/১৯৯৯ তারিখে যবসেক এবং জেআরএল এর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ১৩৯.৮৬ হেক্টের জমির জন্য বাস্তবায়ন করার পরিমাণ প্রথমে প্রকৃত পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৬১.৯১ হেক্টের এবং এ বাবদ ভাড়ার পরিমাণ বাস্তবায়ন করার পরিমাণ ১,৩৪,৩৫,১৪০.০০ টাকা, যা পরবর্তীতে বৃদ্ধি পেয়ে প্রকৃত পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,৩৭,৩২,৭৮১.৮৪ টাকা। ফলে বর্তমানে জেআরএল এর নিকট পাওনার পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৮,৩৭,৩২,৭৮১.৮৪ টাকা।

৫.২। এ প্রসঙ্গে নির্বাহী পরিচালক উল্লেখ করেন যে, জেআরএল ইতোমধ্যে ফেইজ-১ এর কিছু উন্নয়নমূলক কাজ সম্পন্ন করেছে। অন্যদিকে ফেইজ-২ এর আওতায় কিছু উন্নয়নমূলক কাজের নকশা/প্রস্তাব যবসেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এবং কিছু বিবেচনাধীন আছে। সভায় জানানো হয় যে, জেআরএল এর নিকট পাওনা অর্থ আদায়ের বিষয়ে যবসেক সার্বক্ষণিক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তবে সাকুল্য জমি হস্তান্তরে কিছু অনিবার্য কারণবশত: বিলম্ব, বিশেষ করে ৯৮ কম্পোজিট ব্রিগেডের অবস্থানের কারণে বেশ কিছু পরিমাণ জমি হস্তান্তরে বিলম্ব হওয়াসহ বিভিন্ন কারণ দেখিয়ে জেআরএল পাওনা অর্থের পরিমাণ কমানোর অনুরোধ জানিয়েছে। এছাড়া হারবার এলাকা (সহ) কিছু অতিরিক্ত জমির সীমিত ব্যবহারযোগ্যতা থাকার কারণেও ঐ অংশে লীজমানির হার কমানোর অনুরোধ জানিয়েছে। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে সভায় উপস্থিত সদস্যগণ Concession Agreement এর আলোকে প্রয়োজনীয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে Concessionaire এর আবেদন যথাসম্ভব বিবেচনা করে বকেয়া আদায় ব্যবস্থা গ্রহণের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পরবর্তীতে বোর্ড সভায় উপস্থাপনের বিষয়ে একমত পোষণ করেন এবং এ বিষয়ে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

### সিদ্ধান্ত :

যবসেক যমুনা রিসোর্ট লিঃ এর সাথে স্বাক্ষরিত চুক্তি বাস্তবায়নে পরিলক্ষিত সমস্যাদি বিবেচনায় এনে ও চুক্তিনামা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে বিভিন্ন Option সহ একটি বাস্তবমুখী সমাধান প্রস্তাব পরবর্তীতে বোর্ড সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করবে।

পরিশেষে সভাপতি মহোদয় যে সকল বিষয় যবসেক বা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে নিষ্পত্তি করা সম্ভব সেগুলো বোর্ড সভায় উপস্থাপন না করার পরামর্শ দেন। আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি মহোদয় উপস্থিত সকল সদস্য ও কর্মকর্তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

তারিখ : ...../০৮/২০০৭

মুস্তক  
২৬.৮.০৮

(মেজর জেনারেল এম এ মতিন, বিপি, পিএসসি (অবঃ)

উপদেষ্টা, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়

ও

চেয়ারম্যান

যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষ

১২ আগস্ট, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের  
৮-তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	ফোন/ মোবাইল	স্বাক্ষর
১.	ড. মুক্তিশ মহেশ্বর বৰুৱা সচিব	মন্ত্রণালয়		৪
২.	এ. প্রয়োগ রামসুন্দর উদ্দিত সচিব	প্রয়োগ উদ্দিত সচিব		৫
৩.	(মি) প্রকাশ কুমার দেৱৈশ সচিব	অধ্যননির্দেশ বৰ্ষসং বল		৬
৪.	প্রেত্যামদ আবদুল হাজী	প্রেত্যামদ (কেন্দ্ৰীয় অধৰণীয়া) প্ৰযোগলভা কৰণীয়া		৭
৫.	মোঃ কেৱল কুমাৰ সচিব	মন্ত্রণালয়		৮
৬।	ড. এম. ফজলুজ্জোহ সচিব সম সচিব	মন্ত্রণালয়		৯
৭।	মান এম. ইন্দোৱিজ হোল্ডিং নি: পৰিচয়/৩২৬ (কলা-৩৩)	মন্ত্রণালয়	৯৮৮৮৩৩৪	
৮.	(কলামুন্ডী ইলামী সচিব)	পুৰুষ সচিব	৯২৩১৬২২	১০
৯	মুন্ডু বৰুৱা উৎসব পৰিকল্পনা অধিকারী সচিব (পুৰুষ সচিব/কলামুন্ডী)	অৰ্জ চৰকাৰ	৯২৬৫২০	১১. ৮. ০৭
১০	বোদেশ্বৰ ইউনিয়ন পৰিষদ মুন্ডু-সচিব (কলামুন্ডী)	জনসেবা, বিচার ও জাতীয় প্ৰকল্পসং	৯১৮৮৪৭৬	১২. ০৮. ০৫
১১	২, ১৪, ২৫, মন্ত্রণালয় (৩ম ৩৮ নথি পুরুষ)	২০৮৮০৮		১৩. ১১. ০৯
১২	২২। মন্ত্রণালয় উদ্বোধন সভা	মন্ত্রণালয়	৯২৬৪১০	১৪. ১১. ০৯
১৩।	২৩। মন্ত্রণালয় উদ্বোধন সভা: পুরুষ সচিব	২০৮৮০৮		১৫. ১১. ০৯

১২ আগস্ট, ২০০৭ তারিখে অনুষ্ঠিত যমুনা বহুমুখী সেতু কর্তৃপক্ষের  
৮৯তম বোর্ড সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দ।

ক্রমিক নং	নাম ও পদবী	মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা	ফোন/ মোবাইল	স্বাক্ষর
১।	অ্যোগজনু কুমার ১১৭৩; পর্যটন মন্ত্রণালয় (মুক্ত)	JMBA	৮৮-২৫৩২	তুমি ১১৮৮৭৯
২।	কুমি. মনোজ পাত্রনন্দ মন্ত্রণালয় (মুক্ত)	(মুক্ত)	৮৮-২৫৪৪	মনোজ ১১৮৮৭৯
৩।	২. জবেল মুস্তাফাঁ ইসলাম স্বত্ত্ব সম্পত্তি বিভাগ	JMBA	৮৮-২৬৭৩	বি.প ৩২৮৮
৪।	কেন. রিচেল মাইকেল ৩৭-৬৫০ (অস)-	VII BA		রিচেল ২৫
৫।	AVIJIT CHANDHURY Deputy Director (A)	৫		অবি
৬।	AFM Aminul Islam Senior Information Officer (P.R.O to Hon'ble Adviser)	M/O Communication Bangladesh Secretariat	৮১৬৬৪৬৬ ১১৬১২০০৯	১১৬১২০০৯
৭।	Md. Ashraf Ali Khan AD (E)	JMBA		শ্রী
৮।	Maj Md Masudur Rahman	AHQ	৮৭৫২০৩০ ৮৭৫২০৩২	মাসুদুর ১১৮৮৭৯
৯।	মো. শফিউর রহমান	JMBA		শফিউর ১১৮৮৭৯
১০।	শ্রী বুরুশন আলৈ	JMBA		বুরুশন
১১।	২০১২ (মো) (২০০৭) ১৩৬	JMBA	৮৮৮০০৪০ ৮২০২০৩	১৩৬ ১১৮৮৭৯
১২।	কেন. অমুল হোসেন ২২। মো: (CPDM)	JMBA	৮৮-২২৫০০	অফিস
১৩।	বেগ বেগ বেগ বিজ্ঞান একাডেমি	JMBA		বেগ ১১৮৮৭৯